রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৪ সনের ৫০ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ১২, ২০২৪

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯৪৭—৯৫৭	৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
			৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৮৩—৮৪
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৬৯৩—২৭১৬	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
			(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
			(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩১৭—৩৩৫	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(৫) . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২২৬৯—২২৮৪	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমসঃ রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৮ নভেম্বর ২০২৪ খ্রি.

নং ৫৩/২০২৪/কাস্টমস/৫২৪।—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এবং ধারা ১২ (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, হযরত শাহ-আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম এ অবস্থিত মেসার্স বেলাজিও লিমিটেড (বন্ড লাইসেন্স নং-৫(১৩)কাবক/চট্টঃ/বন্ড(শুল্ক বিপনী)/ লাইঃ/০২/২০১৯, তারিখ: ১৩-০২-২০১৯ খ্রি:) নামীয় শুল্কমুক্ত বিপনীর অনুকূলে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য নিম্নবর্ণিত আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিল, যথা:

ক্র. নং	আমদানিকৃত পণ্য	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য প্রাপ্যতা (মার্কিন ডলার)
১.	Cigarettes & Tobacco	৯০,০০০.০০
২.	Alcoholic Beverage (Liquor, Beer, Wine)	২৫,০০০.০০
৩.	Cosmetic and Toiletries	৫,০০০.০০
৪.	Beverage (Non-alcoholic), Confectionary, Electronics, Gift Item	৫,০০০.০০
	সর্বমোট =	১,২৫,০০০.০০ (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার) মা. ডলার

এইচ এম আহসানুল কবীর
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমসঃ রপ্তানি ও বন্ড)।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা-০১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৯ কার্তিক ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৪ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০০৯.২৪.৩১৬—যেহেতু, জনাব মোঃ এমরান হোসেন মিয়া, জেলার, দিনাজপুর জেলা কারাগার-এর বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা নং ১০/২০২৪ রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত ২৩-১০-২০২৪ তারিখে উক্ত অভিযোগনামার জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, গত ১৩-১১-২০২৪ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্তৃক প্রদত্ত অভিযোগনামার জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযুক্ত ও রাষ্ট্রপক্ষের নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তার জবানবন্দি ইত্যাদি সন্তোষজনক বিবেচিত হয়; এবং

সেহেতু, জনাব মোঃ এমরান হোসেন মিয়া, জেলার, দিনাজপুর জেলা কারাগার কে ভবিষ্যতে আরো সতর্কতার সাথে কর্তব্য পালনের জন্য নির্দেশ দেয়া হলো এবং তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা নং- ১০/২০২৪ এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

নং ৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০০৬.২৪.৩১৭—যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, সিনিয়র জেল সুপার (চঃদাঃ), রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার গত ১৩-০৪-২০২২ হতে ২৩-১১-২০২২ তারিখ পর্যন্ত হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে কর্মরত থাকাকালীন ২০-১১-২০২২ তারিখ ঢাকার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে মৃত্যুদন্ডাদেশপ্রাপ্ত দুই জন জঙ্গি বন্দি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনাক্রমে কারা মহাপরিদর্শক কর্তৃক কারাগারের নিরাপত্তা জোরদারকরণসহ পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত মৃত্যুদন্ডাদেশপ্রাপ্ত কোনো জঙ্গি বন্দিকে কোর্টে হাজিরার জন্য প্রেরণে বিরত থাকার বিষয়ে হোয়াটস্অ্যাপ মেসেজের মাধ্যমে সকল কারা উপ-মহাপরিদর্শকগণকে অবহিত করেন এবং এ বিষয়ে আপনি অবগত ছিলেন। তা সত্ত্বেও গত ২১-১১-২০২২ তারিখে কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার হতে ০২ (দুই) জন মৃত্যুদন্ডাদেশপ্রাপ্ত জঙ্গি বন্দিকে কোর্টে হাজিরার জন্য প্রেরণ করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্ত বিষয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, গত ২০-১১-২০২২ তারিখ আদালত প্রাঙ্গনে মৃত্যুদন্ডাদেশপ্রাপ্ত ০২ জন বন্দি ছিনতাইয়ের ঘটনার পরদিন ২১-১১-২০২২ তারিখ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে আপনি পুনরায় আদালতে একই প্রকৃতির বন্দি প্রেরণ করেছেন, যা অসদাচরণের শামিল; এবং

যেহেতু, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কোনোরূপ আলোচনা ব্যতিরেকে আদালতে মৃত্যুদন্ডাদেশপ্রাপ্ত জঙ্গি বন্দি প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং এর মাধ্যমে আপনার পেশাগত দুর্বলতা, দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা এবং পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবনে অপারগতা প্রকাশ পেয়েছে; এবং

যেহেতু, আপনার উক্তরূপ কার্যকালাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর পর্যায়ভূক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

যেহেতু, আপনার এহেন আচরণ এর জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি মোতাবেক আপনাকে 'অসদাচরণ' এর দায়ে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা নং ০৮/২০২৪ রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয় এবং আপনি গত ১৭-১০-২০২৪ তারিখে উক্ত অভিযোগনামার জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য প্রার্থনা করেন; এবং

যেহেতু, অভিযোগনামা, আপনার কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগনামার জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে আপনার ও রাষ্ট্রপক্ষের নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তার জবানবন্দি ইত্যাদি পর্যালোচনায় গুরুত্ব বিবেচনায় 'লঘুদণ্ড' আরোপ করার সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত মর্মে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, সিনিয়র জেল সুপার (চঃদাঃ), কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার (সাবেক সিনিয়র জেল সুপার (চঃদাঃ), কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার, গাজীপুর)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪ (২) (ক) বিধি মোতাবেক 'তিরস্কার' দণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন
সিনিয়র সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
ডি-২৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ কার্তিক ১৪৩১/০৭ নভেম্বর ২০২৪

নং ২৩.০০.০০০০.২৫০.১২.০৫২.২৩.১৮৯—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজির (এমআইএসটি) ৩য় গ্রেডের এডুকেশনাল (বেসামরিক) পদে সরাসরি নিয়োগ এবং ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৯ম গ্রেডের এডুকেশনাল পদে নিয়োগ/ পদোন্নতি/ উচ্চতর টাইমস্কেল/সিলেকশনগ্রেড প্রদানের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখের ২৭ ও ২৮ সংখ্যক কমিটি সংক্রান্ত পরিপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এবং ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৭০.০৬.০০৬.২৪.১৮৮ সংখ্যক স্মারকপত্রের সম্মতিক্রমে নিম্নরূপ বিভাগীয় নিয়োগ/পদোন্নতি/উচ্চতর টাইমস্কেল/সিলেকশনগ্রেড প্রদান বিষয়ক কমিটি পুনর্গঠন করা হলো:

সভাপতি

১। সিনিয়র সচিব/সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২। কমান্ড্যান্ট, এমআইএসটি-এর প্রতিনিধি,

৩। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি

৪। অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি

৫। এমআইএসটি কর্তৃক মনোনীত একজন বিষয় বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি

৬। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত একজন বিষয় বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি

৭। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) কর্তৃক মনোনীত একজন বিষয় বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি

৮। পরিচালক একাডেমিক/প্রশাসন, এমআইএসটি

সদস্য-সচিব

৯। অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

কমিটির কার্যপরিধি:

(১) এমআইএসটি'র জাতীয় বেতনস্কেলের ৩য় গ্রেডের এডুকেশনাল পদে সরাসরি নিয়োগ এবং ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৯ম গ্রেডভুক্ত পদে সরাসরি নিয়োগ/পদোন্নতির সুপারিশ প্রদান;

(২) এমআইএসটি'র জাতীয় বেতনস্কেলে ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের উচ্চতর টাইমস্কেল/সিলেকশনগ্রেড প্রদানের সুপারিশকরণ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জাকির হোসেন
উপসচিব।

ডি-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/১৯ নভেম্বর ২০২৪

নং ২৩.০০.০০০০.০১০.২৩.০০২.২৪.১৯৬—প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের (সামরিক সচিব শাখা) পত্র সংখ্যা ০৮.৩৯.০৫.০১.০০.১৬. ২০২৪/৪৩০; তারিখ: ৩০ অক্টোবর ২০২৪ এর প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ব্যক্তিগত কর্মকর্তা হিসেবে কর্তব্যরত সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সম্মানের স্বীকৃতি স্বরূপ একটি প্রশংসাপত্র প্রদান ও ইনসিগনিয়া পরিধানের নিমিত্ত সরকার অনুমোদন প্রদান করিয়াছেন।

২। এই আদেশ ১৯ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রায়হানা ইসলাম
উপসচিব।

ডি-১৮ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৮ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.২৪১.২০.৩৬১—প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রশাসনিক আওতাধীন সেনাসদরে কর্মরত উপপরিচালক (পরিসংখ্যান) (চলতি দায়িত্ব) জনাব আবু সাইম (পরিচিতি নম্বর ১৫২) এর বিরুদ্ধে 'Civilian Employees in Defence Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1961' এর রুল ৭ এর সাব-রুল ২ অনুযায়ী আনীত অসদাচরণ (Misconduct) এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ডি-১৮/০১/২০২৪ নম্বর বিভাগীয় মামলায় উক্ত রুলস্ এর রুল ৮ এর সাব-রুল ১(বি) অনুযায়ী তাঁর পদোন্নতি ৫(পাঁচ) বছরের জন্য স্থগিত রাখিবার লঘুদণ্ড প্রদান করা হইল।

মোঃ আশরাফ উদ্দিন
সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে স্থলাভিষিক্ত]
শ্রম ও কর্মস্থান মন্ত্রণালয়
মজুরী বোর্ড শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/১৮ নভেম্বর ২০২৪

নং ৪০.০০.০০০০.০১৬.৩৪.০১০.২৪-১৭৭—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩২৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জনস্বার্থে "Bangladesh Garment Manufacturers & Exporters Association (BGMEA)" এর নারায়ণগঞ্জ, টাঙ্গাইল, নরসিংদী, রাঙ্গামাটি, যশোর, রাজশাহী, মৌলভীবাজার, মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ঢাকা, রংপুর, গাজীপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম জেলাস্থ সদস্য কারখানাসমূহকে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১০০, ১০২ এবং ১০৫ এর বিধানের প্রয়োগ হইতে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে ১৭ অক্টোবর ২০২৪ হইতে ১৬ এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত ০৬ (ছয়) মাসের জন্য অব্যাহতি প্রদান করিল।

শর্তাবলি:

১। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর পঞ্চদশ অধ্যায়ের ২১৪ নম্বর বিধি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় তহবিলে নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদান করতে হবে;

২। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে;

৩। অতিরিক্ত কাজের জন্য স্বাভাবিক মজুরীর দ্বিগুন হারে মজুরী প্রদান করতে হবে;

৪। বিধি মোতাবেক সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান করতে হবে;

৫। কেবলমাত্র স্বেচ্ছায় আগ্রহী শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময় কাজে নিয়োগ করা যাবে;

৬। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফারজানা সুলতানা
যুগ্মসচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/২০ নভেম্বর ২০২৪

নং ৪০.০০.০০০০.০১৬.৩৪.০১০.২৪-১৮১—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩২৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জনস্বার্থে "প্রাণ-আরএফএল" গ্রুপের কৃষিপন্য ভিত্তিক মৌসুমী ০৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১০০, ১০১, ১০২, ১০৫ এবং ১১৪ এর বিধানের প্রয়োগ হইতে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে ২০ নভেম্বর ২০২৪ হইতে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত ০৬ (ছয়) মাসের জন্য অব্যাহতি প্রদান করিল।

শর্তাবলি:

১। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর পঞ্চদশ অধ্যায়ের ২১৪ নম্বর বিধি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় তহবিলে নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদান করতে হবে;

২। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে;

৩। অতিরিক্ত কাজের জন্য স্বাভাবিক মজুরীর দ্বিগুন হারে মজুরী প্রদান করতে হবে;

৪। বিধি মোতাবেক সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান করতে হবে;

৫। কেবলমাত্র স্বেচ্ছায় আগ্রহী শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময় কাজে নিয়োগ করা যাবে;

৬। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

নং ৪০.০০.০০০০.০১৬.৩৪.০১০.২৪-১৮২—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩২৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জনস্বার্থে "Nestle Bangladesh PLC" শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ৩২৪ ধারার ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১০৩, ১০৫, ১১৪(১) এবং ২৭৭ এর বিধানের প্রয়োগ হইতে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে ০৭ আগষ্ট ২০২৪ হইতে ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত ০৬ (ছয়) মাসের জন্য অব্যাহতি প্রদান করিল।

শর্তাবলি:

১। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর পঞ্চদশ অধ্যায়ের ২১৪ নম্বর বিধি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় তহবিলে নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদান করতে হবে;

২। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে;

৩। অতিরিক্ত কাজের জন্য স্বাভাবিক মজুরীর দ্বিগুন হারে মজুরী প্রদান করতে হবে;

৪। বিধি মোতাবেক সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান করতে হবে;

৫। কেবলমাত্র স্বেচ্ছায় আগ্রহী শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময় কাজে নিয়োগ করা যাবে;

৬। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

নং ৪০.০০.০০০০.০১৬.৩৪.০১০.২৪-১৮৩—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩২৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জনস্বার্থে "আমেরিকান এন্ড ইর্ফাড বাংলাদেশ লিমিটেড" শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ৩২৪ ধারার ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১০৫ এবং ১১৪(১) এর বিধানের প্রয়োগ হইতে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে ০১ জুন ২০২৪ হইতে ৩০ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ০৬ (ছয়) মাসের জন্য অব্যাহতি প্রদান করিল।

শর্তাবলি:

১। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর পঞ্চদশ অধ্যায়ের ২১৪ নম্বর বিধি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় তহবিলে নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদান করতে হবে;

২। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে;

৩। অতিরিক্ত কাজের জন্য স্বাভাবিক মজুরীর দ্বিগুন হারে মজুরী প্রদান করতে হবে;

৪। বিধি মোতাবেক সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান করতে হবে;

৫। কেবলমাত্র স্বেচ্ছায় আগ্রহী শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময় কাজে নিয়োগ করা যাবে;

৬। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফারজানা সুলতানা
যুগ্মসচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ-২
প্রশাসন অধিশাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/২১ নভেম্বর ২০২৪

নং ২৫.০০.০০০০.০১৩.৯৯.০২৪.১৯-৫৫—গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম) ৩৪৭ (তিনশত সাতচল্লিশ) জন কর্মকর্তার জ্যেষ্ঠতা তালিকা বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সম্মতি গ্রহণক্রমে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ১৮ জুলাই ২০২১ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০১৩.৯৯.০২৪.১৯-৫৬ নম্বর প্রজ্ঞাপনে চুড়ান্তকরণপূর্বক তা বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হয়। এ পর্যায়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের ০১ (এক) জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম) (জনাব মোঃ আলাউদ্দিন) এর বিলম্বে নিয়োগ লাভের কারণে গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম) পদের জ্যেষ্ঠতা তালিকায় তার নাম অর্ন্তভুক্তকরণে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, গণপূর্ত অধিদপ্তরের ০১ (এক) জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম) (জনাব মোঃ আলাউদ্দিন) এর বিলম্বে নিয়োগ লাভের কারণে গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম) পদের জ্যেষ্ঠতা তালিকায় তার নাম নিম্নোক্তভাবে অর্ন্তভূক্তকরণসহ গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম) এর জ্যেষ্ঠতা তালিকাটির সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নোক্তভাবে এতদ্বারা বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নং (সংশোধিত জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী)	নাম, পিতার নাম, জন্ম তারিখ এবং নিজ জেলা	যে পদে জ্যেষ্ঠতা নির্ণয় করতে হবে সে পদের ফিডার পদে (পদের নামসহ) নিয়মিত নিয়োগের তারিখ (সুপারিশক্রম অনুসারে)	যে পদে জ্যেষ্ঠতা নির্ণয় করতে হবে সে পদে নিয়মিত নিয়োগের তারিখ (সুপারিশক্রম অনুসারে)	যে পদে জ্যেষ্ঠতা নির্ণয় করতে হবে সে পদে এড-হক/অস্থায়ী নিয়োগের ক্ষেত্রে				মন্তব্য
				এডহক/ অস্থায়ী নিয়োগের তারিখ	এডহক/ অস্থায়ী নিয়োগ কমিশন/ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিত করণের তারিখ	এডহক নিয়োগের তারিখে নিয়োগবিধি/ নিয়োগ পদ্ধতি অনুযায়ী যোগ্যতা ছিল কিনা	নিয়মিত নিয়োগের জন্য কমিশনের সুপারিশ লাভে ব্যর্থ হয়েছিলেন কিনা, হয়ে থাকলে কারণ।	
১	২	৩	৪	৫(ক)	৫(খ)	৫(গ)	৫(ঘ)	৬
৩৩৫	জনাব রহিত মন্ডল পিতা- এন্দ্রিয় মন্ডল জন্ম- ১২-০২-১৯৯৫ জেলা- মেহেরপুর।	...	২৮-০৭-২০১৯	...	...	...	...	-ঐ-
৩৩৫/১	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন পিতা- মোঃ জয়নাল আবেদীন জন্ম- ০১-১১-১৯৮৭ জেলা- কুমিল্লা।	...	১৯-১২-২০১৯	...	...	...	...	
৩৩৬	জনাব হেলাল আহমদ পিতা- বাবলু মিয়া জন্ম- ০৯-০২-১৯৯০ জেলা- সিলেট।	...	২৮-০৭-২০১৯	...	...	...	...	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নায়লা আহমেদ
যুগ্মসচিব
(বিকল্প কর্মকর্তা)।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ অধিশাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/২১ নভেম্বর ২০২৪

নং ২২.০০.০০০০.০৭৩.২২.০১৬.২০.৪৩৫—বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে **"জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি"** নিম্নরূপভাবে গঠন করা হলো:—

(ক) কমিটি:

সভাপতি

১. উপদেষ্টা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

৩. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)

৪. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)

৫. কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)

৬. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)

৭. ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)

৮. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)

৯. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)

১০. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)

১১. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)

১২. শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)

১৩. প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর

১৪. মহাপরিচালক, জাতীয় জীবপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান

১৫. পরিচালক, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

১৬. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

১৭. চেয়ারম্যান, বিজ্ঞান এবং শিল্প গবেষণা পরিষদ

১৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান

১৯. মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান

২০. পরিচালক, বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

সদস্য-সচিব

২১. মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

(খ) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

(গ) জাতীয় কমিটি প্রয়োজনে জীববৈচিত্র্য বিষয়ে অভিজ্ঞ যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধিকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

২। **জীব বৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভা পরিচালনার নিয়মাবলি:**

ক) বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭-এর ৮ধারার বিধানাবলি সাপেক্ষে, জাতীয় কমিটি সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করবে।

খ) প্রতি বছর জাতীয় কমিটির কমপক্ষে দুটি সভা অনুষ্ঠিত হবে, যা উক্ত কমিটির সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে।

গ) জাতীয় কমিটির সভাপতি উক্ত সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন, তবে তার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে যিনি শীর্ষে অবস্থান করবেন তিনি উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করতে পারবেন।

ঘ) সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে।

ঙ) উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকবে।

চ) শুধু কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে জাতীয় কমিটির কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হবেনা বা তদসম্পর্কে আদালত বা অন্য কোথাও কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাবে না।

ছ) জাতীয় কমিটির সদস্য-সচিব উক্ত কমিটির সভাপতির পূর্বানুমতিক্রমে সভা আহ্বান করবেন এবং সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করবেন।

জ) জাতীয় কমিটি, প্রয়োজনে, কোনো বিশেষ বিষয়ে তাকে সহায়তার জন্য, জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত বিষয়ের এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করতে পারবে অথবা তাদেরকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে অথবা তাদের মতামত গ্রহণ করতে পারবে।

৩। **জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির নিয়মাবলি:**

ক) বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭-এর অধীন প্রাপ্ত কোনো আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান;

খ) জেলা কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও সংরক্ষিত রেজিস্টারের সমন্বয়ে, পরিবেশ অধিদপ্তরের মাধ্যমে, জাতীয় জীববৈচিত্র্য বিষয়ক রেজিস্টার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ;

গ) কৌলিসম্পদ বা জীবসম্পদ হতে প্রাপ্ত সুফলের ন্যায্য হিস্যা বণ্টন;

ঘ) জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব সম্পন্ন এলাকা চিহ্নিত করা এবং উক্ত এলাকাকে জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থান হিসেবে ঘোষণার জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

ঙ) জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থান হিসেবে ঘোষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

চ) কৌলিসম্পদ বা জীবসম্পদ হতে প্রাপ্ত সুফলের ন্যায্য হিস্যা বণ্টন নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে বিধি প্রণয়ন করতে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

ছ) জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত এলাকার ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণের নির্দেশিকা প্রস্তুত করতে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

জ) স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জ্ঞানের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন, স্বীকৃতি প্রদান এবং উক্ত জ্ঞান সংরক্ষণ করবার লক্ষ্যে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

ঝ) বিভিন্ন শ্রেণির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকল্পে যথাযথ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে মনোনীত বা দায়িত্ব প্রদান করবার ক্ষেত্রে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

ঞ) সাধারণত নিত্য-প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য হিসেবে বিপণন করা হয়ে থাকে এরূপ কোনো জীবসম্পদকে এ আইনের আওতা হতে অব্যাহতি প্রদান করবার ক্ষেত্রে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

ট) জাতীয়, কারিগরি, সিটি কর্পোরেশন, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন কমিটি সমূহের কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ ও তদারক এবং, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, তাদেরকে দিক্-নির্দেশনা প্রদান; এবং

ঠ) বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭-এর যথাযথ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন করা।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবরীনা রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ: ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/২০ নভেম্বর ২০২৪

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০০৯.৮৯-১৯৫**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ মামুন-অর-রশিদ, জন্ম তারিখ: ০১-০১-১৯৯৬ খ্রি. পিতা-মোঃ ফজলুল হক, মাতা- নাছিমা বেগম, গ্রাম-বড় হায়াত খাঁ, ওয়ার্ড নং-০৪, ডাকঘর-সুন্দর, উপজেলা-পীরগাছা, জেলা-রংপুর। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার ০৩ নং ইটাকুমারী ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রাদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাইদুজ্জামান শরীফ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্থা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২১ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১৬.০০.০০০০.০০৪.০১.১১৩.২১-২৩২**—ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ০৯ নভেম্বর ২০২৩ তারিখের ১৬.০০.০০০০.০০৪.০১.১১৩.২১-৩৫৫ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত যাকাত বোর্ড বাতিলপূর্বক যাকাত তহবিল ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩ এর ৪(১) ধারা অনুযায়ী ১৩ (তেরো) সদস্য বিশিষ্ট যাকাত বোর্ড নিম্নরূপভাবে গঠন করা হলো:

ক্রম	নাম ও ঠিকানা	ক্যাটাগরি	পদবি
১.	মাননীয় উপদেষ্টা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	পদাধিকারবলে	চেয়ারম্যান
২.	সচিব/সিনিয়র সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	পদাধিকারবলে	ভাইস- চেয়ারম্যান
৩.	অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা ও আইন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	মনোনীত কর্মকর্তা	সদস্য
৪.	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	মনোনীত কর্মকর্তা	
৫.	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (ব্যয় ব্যবস্থাপনা-৩), অর্থ বিভাগ	মনোনীত কর্মকর্তা	
৬.	শায়েখ মুফতি দেলোয়ার হোসাইন, অধ্যক্ষ, আকবর কমপ্লেক্স মাদরাসা, ঢাকা	মনোনীত আলেম	
৭.	শায়েখ মুফতি জসিম উদ্দিন, সহকারী পরিচালক, দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম	মনোনীত আলেম	
৮.	ড. মো: নিজাম উদ্দীন, প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	মনোনীত আলেম	
৯.	ড. মাওলানা শহীদুল হক, সহযোগী অধ্যাপক, সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	মনোনীত আলেম	
১০.	মুফতী জসিম উদ্দীন আজহারী, অধ্যক্ষ, মোহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়বিয়া কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা	মনোনীত আলেম	
১১.	জনাব মুহাম্মদ হাতেম, সভাপতি, বি. কে. এম. ই. এ, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ	মনোনীত ব্যবসায়ী	
১২.	আলহাজ্ব সুফী মিজানুর রহমান, চেয়ারম্যান, পিএইচপি ফ্যামিলি, চট্টগ্রাম	মনোনীত ব্যবসায়ী	
১৩.	মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, ঢাকা	পদাধিকারবলে	সদস্য-সচিব

২। যাকাত বোর্ডের সদস্যগণের মেয়াদকাল প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে ৩ (তিন) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে সরকার প্রয়োজনে যেকোনো সময় বোর্ড পুনর্গঠন করতে পারবে।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ০৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৪ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১৬.০০.০০০০.০০৪.১৮.২২৪.১৯-২৩৩**—ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০০১-এর ৬ ধারা মোতাবেক সরকার কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টের বোর্ড অব ট্রাস্টি গঠন করা হলো :

ক্রম	নাম ও ঠিকানা	পদবি
১.	সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান (পদাধিকারবলে)
২.	মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, ঢাকা	ভাইস- চেয়ারম্যান (পদাধিকারবলে)
৩.	অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সংস্থা), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	সদস্য
৫.	অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	সদস্য
৬.	শায়েখ মাওলানা আবদুল্লাহ, ইমাম ও খতিব, জামিয়া সালাফিয়া, রাজশাহী	সদস্য
৭.	মুফতি শামসুদ্দোহা আশরাফী, ইমাম ও খতিব, সায়েন্স ল্যাবরেটরী মসজিদ, ধানমন্ডি, ঢাকা	সদস্য
৮.	ড. মুফতি হুমায়ুন কবির খালভী, ইমাম ও খতিব, লালখান বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, লালখান বাজার, চট্টগ্রাম	সদস্য
৯.	পরিচালক, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, ঢাকা	সদস্য-সচিব (পদাধিকারবলে)

২। অন্য কোনোরূপ আদেশ জারি না হলে এ বোর্ড অব ট্রাস্টির মেয়াদকাল পত্র জারির তারিখ হতে পরবর্তী ০৩(তিন) বৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

৩। উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে সরকার শুনানির যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করে যে কোনো সময় যে কোনো সদস্যকে তাঁর দায়িত্ব হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে কিংবা সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে উক্তরূপ কোনো সদস্য স্বীয় পদত্যাগ করতে পারবেন; তবে সরকার কর্তৃক উক্ত পদত্যাগ গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত উহা কার্যকর হবে না।

৪। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ এইচ এম আক্তারুজ্জামান
সহকারী সচিব।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা, বিধি ও মতামত শাখা
প্রজ্ঞাপনসমূহ
তারিখ: ২৭ কার্তিক ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১২ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭.০০৫.২৩-১৭৮**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ গোলাম নবী, অধ্যক্ষ, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নাটোর-এর বিরুদ্ধে নাটোর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে SEIP এর অর্থায়নে পরিচালিত Motor Driving with Basic Maintenance কোর্সে সহকারী ড্রাইভিং প্রশিক্ষক (খণ্ডকালীন) পদে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে গোপনে লোক নিয়োগের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়;

২। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জনাব মোহাম্মদ গোলাম নবী, অধ্যক্ষ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নাটোর উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে SEIP এর অর্থায়নে পরিচালিত Motor Driving with Basic Maintenance কোর্সে সহকারী ড্রাইভিং প্রশিক্ষক পদে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে গোপনে লোক নিয়োগ করেন। তদন্তে প্রাথমিকভাবে এ অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় (মামলা নং- ১২/২৩) এবং অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা গঠন করা হয়;

৩। যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ গোলাম নবী, অধ্যক্ষ, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নাটোর-কে উক্ত অভিযোগের কারণে কেন 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ' বা উপযুক্ত অন্য কোনো দণ্ড প্রদান করা হবে না সেমর্মে অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য গত ১২-১১-২০২৩ খ্রি. তারিখে তাকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তিনি কারণ দর্শানোর কোনো জবাব প্রেরণ না করায় পুনরায় তাকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণপূর্বক ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর জবাব প্রেরণের এবং ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানানোর জন্য গত ১৫-০৭-২০২৪ খ্রি. তারিখ পুনরায় নির্দেশ প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে তিনি এ মন্ত্রণালয়ে লিখিত জবাব প্রেরণ করেন;

৪। যেহেতু, জবাবে তিনি উল্লেখ করেন যে, সহকারী প্রশিক্ষক (ড্রাইভিং) খণ্ডকালীন পদে নিয়োগের জন্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় দেওয়ার জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নাটোর-এর হিসাব রক্ষক জনাব সফিকুল ইসলাম খান-কে দায়িত্ব প্রদান করা হয় কিন্তু নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি সঠিক সময়ে পত্রিকায় দিতে তিনি ব্যর্থ হন। পত্রিকায় প্রচারিত না হলেও মাইকিং, দেওয়াল পোস্টার, লিফলেট, ব্যানার, এর মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ার কারণে প্রশিক্ষণের সার্বিক স্বার্থে অভ্যন্তরীণ ০৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে সহকারী ইন্সট্রাক্টর ড্রাইভিং (খণ্ডকালীন) দৈনিক হাজিরা ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়। সেজন্য তিনি আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী। একটিমাত্র আবেদনপত্র জমা পড়ায় আবেদনপত্র বাছাই, সঠিক আবেদনের তালিকা, বাতিল আবেদনের তালিকা, পরীক্ষা গ্রহণের তারিখ, ফলাফল প্রকাশ সম্বলিত সভায় নিয়োগ কমিটির সদস্যদের হাজিরা বা সম্মানী প্রদান করা সম্ভব হয়নি এবং নিয়োগ কমিটির সদস্যদের সুপারিশ সম্বলিত কার্যবিবরণী তৈরি করা সম্ভব হয়নি। হঠাৎ সহকারী ইন্সট্রাক্টর ড্রাইভিং (খণ্ডকালীন) অন্যত্র চলে যাওয়ায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যাতে অধিক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য উক্ত পদে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়। ভবিষ্যতে এ ধরনের কোনো কার্যক্রম তাঁর দ্বারা সংঘটিত হবে না মর্মে তিনি অঙ্গিকার করেছেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানি চান না মর্মেও জানান।

৫। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, কারণ দর্শানোর জবাবসহ নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযুক্ত জনাব মোহাম্মদ গোলাম নবী, অধ্যক্ষ, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নাটোর SEIP প্রকল্পের business plan অনুসরণ না করে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে নিজের মত করে একটি নিয়োগ কমিটি করে সহকারী ড্রাইভিং প্রশিক্ষক (খণ্ডকালীন) পদে লোক নিয়োগ করেছেন। তদন্তে এ অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং তিনি নিজেও তার অপরাধ স্বীকার করেছেন। তিনি ভবিষ্যতে এ ধরনের কার্যক্রম করবেন না মর্মে অঙ্গীকার করেছেন।

৬। সেহেতু, সার্বিক বিবেচনায় জনাব মোহাম্মদ গোলাম নবী, অধ্যক্ষ, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নাটোরকে অভিযোগনামায় প্রস্তাবিত 'চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ডের পরিবর্তে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২ (ঘ) মোতাবেক 'বেতন গ্রেডের এক নিম্নতর ধাপে অবনতিকরণ' শীর্ষক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। অর্থাৎ জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর ৬ষ্ঠ গ্রেডে (৩৫৫০০/-৩৭২৮০-৩৯১৫০-৪১১১০-৪৩১৭০-৪৫৩৩০-৪৭৬০০-৪৯৯৮০-৫২৪৮০-৫৫১১০-৫৭৮৭০-৬০৭৭০-৬৩৮১০-৬৭০১০/-) তাঁর বর্তমান মূলবেতন ৬৭০১০/- টাকা এর স্থলে এক ধাপ নিচে ৬৩৮১০/- টাকায় অবনমিত করা হলো। আদেশ বলবৎ থাকাকালে তিনি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনাযোগ্য হবেন না। উক্ত দণ্ডাদেশ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ থেকে এক বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।

৭। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ০৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২১ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭.১৭৫.২১-১৮৯**—যেহেতু, জনাব আসিফ আজিজ, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট{প্রাক্তন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কেরানীগঞ্জ}-এর বিরুদ্ধে কেরানীগঞ্জ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কর্মরত থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে হাউজকিপিং পেশায় বিদেশগামী ০৫ (পাঁচ) জন মহিলা কর্মীকে জাল সনদ প্রদানের বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপিত হয় এবং বিএমইটি কর্তৃক পরবর্তীতে তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়নি;

২। যেহেতু, জনাব আসিফ আজিজ, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট{প্রাক্তন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কেরানীগঞ্জ}লিখিত জবাবে জানান যে, চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রশিক্ষণার্থীদের চিহ্নিত করার জন্য হাজিরা খাতার সত্যায়িত ফটোকপি, নির্বাচিত প্রশিক্ষণার্থীর নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, পাসপোর্ট নম্বর, রোল নং, প্রশিক্ষণ শুরুর তারিখ, প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার তারিখ, ব্যাচ নং এবং সার্টিফিকেটের ক্রম নম্বর এর নিচে বিএমইটি কর্তৃক প্রদত্ত গোপনীয় নম্বর উল্লেখ করে প্রস্তুতকৃত রেজাল্টশীটসহ মূল সনদপত্রে অধ্যক্ষ মহোদয় স্বাক্ষর করতেন এবং অনলাইনে আপলোড করে মহাপরিচালক মহোদয় বরাবরে হার্ড নথি প্রেরণ করেন। মাস্টার পাসওয়ার্ডটি বিএমইটির আইটি শাখা সংরক্ষণ করে থাকেন বলে কোনো সার্টিফিকেট সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিমার্জনের সুযোগ বিএমইটি-র আইটি শাখা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়;

৩। যেহেতু,তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে সম্পৃক্ত থাকার বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেন এবং উক্ত অভিযোগের বিষয়ে তিনি ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। তার লিখিত জবাব বিবেচনায় গত ০৮-০২-২০২৪ খ্রি: তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। তিনি শুনানিঅন্তে লিখিত আবেদনে উল্লেখ করেন যে, তার বিরুদ্ধে আনীত জাল সনদপত্র প্রদানের অভিযোগের ঘটনাটি তার দ্বারা সম্পন্ন হয়নি। সনদপত্রে তার স্বাক্ষর নকল করা হয়েছে । পরবর্তীতে গত ৩০-১০-২০২৪ খ্রি: তারিখে পুনঃশুনানি গ্রহণ করা হয়। উক্ত শুনানিতে তিনি প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ লিখিত বক্তব্য দাখিলের জন্য বিএমইটি এর মাধ্যমে সাত দিনের সময় চান এবং সময় মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে তিনি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বিএমইটির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন;

৪। যেহেতু, প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদনে তদন্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেন যে, (ক) রিক্রুটিং এজেন্সী মেসার্স এস আনোয়ার ওভারসীজ (আর এল-১৩৭৩) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন বক্তব্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও সনদ সংগ্রহ সংক্রান্ত কার্যাবলির সঙ্গে তাঁর প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীর উপর নির্ভরশীল ছিলেন বলে মনে করলেও সংঘটিত ঘটনার দায় এড়ানোর কোনো সুযোগ নেই মর্মে তদন্ত কর্মকর্তার নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। এক্ষেত্রে রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে "বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন-২০১৩" অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে অথবা তিনি বা পরিচালনাধীন রিক্রুটিং এজেন্সি মেসার্স এস আনোয়ার ওভারসীজ (আর এল-১৩৭৩) এর বিরুদ্ধে ইতোপূর্বে দাখিলকৃত আর কোনো অভিযোগ না থাকলে রিক্রুটিং এজেন্সি ক্ষমা প্রার্থনার বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মকাণ্ড/জালিয়াতির ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য তিরস্কারপূর্বক সতর্ক করা যেতে পাবে;

৫। যেহেতু, কেরানীগঞ্জ এর কোনো শিক্ষক/স্টাফ এর সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলেও পাসওয়ার্ড ব্যবহারে অসতর্ক থাকার কারণে ঘটনাটি ঘটেছে মর্মে তদন্ত কর্মকর্তার নিকট প্রতীয়মান হয়। এক্ষেত্রে কেরানীগঞ্জ টিটিসি'র ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব আসিফ আজিজসহ পাসওয়ার্ড ব্যবহারকারী ০২ (দুই) জন ইন্সট্রাক্টর জনাব পংকজ চৌধুরী এবং জনাব আব্দুল ওয়াদুদকে পাসওয়ার্ড ব্যবহারে অসতর্ক থাকা/দায়িত্বে অবহেলার কারণে ভবিষ্যতে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ও জালিয়াতির ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য সতর্ক করা যেতে পারে; এবং

৬। যেহেতু, একই অভিযোগে কেরানীগঞ্জ টিটিসি'র সাবেক ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রনিক্স) জনাব পংকজ চৌধুরীর বিরুদ্ধে পরবর্তীতে অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদনে তদন্ত কর্মকর্তা তাঁর মতামতে বলেন যে, তার বিরুদ্ধে কেরানীগঞ্জ টিটিসিতে থাকাকালীন উক্ত কেন্দ্রের হাউজ কিপিং পেশার ০৫ জন মহিলা কর্মীর জাল প্রশিক্ষণ সনদ ওয়েবসাইটে আপলোড সংক্রান্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যবেক্ষণে কেরানীগঞ্জ টিটিসির তৎকালীন ইন্সট্রাক্টর জনাব পংকজ চৌধুরী বা কেন্দ্রের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের সম্পৃক্ত থাকার বিষয়টির প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তৎকালীন সময়ে বিএমইটিতি প্রশিক্ষণ সনদ যাচাইয়ের জন্য ব্যবহৃত সার্ভার বা সফটওয়্যারটির সিকিউরিটি সিস্টেমের দুর্বলতার সুযোগে কোনো তৃতীয় পক্ষ বা প্রতারক চক্র বিএমইটির সার্ভারে জাল সনদপত্রগুলো আপলোড করে থাকতে পারে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭। সেহেতু, জনাব আসিফ আজিজ, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট {প্রাক্তন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কেরানীগঞ্জ}-এর বক্তব্য ও তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় ও সার্বিক পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) ধারা মোতাবেক অভিযোগের দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে ভবিষ্যতে পাসওয়ার্ড ব্যবহারসহ অন্যান্য দাপ্তরিক কাজে তাকে সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

৮। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রুহুল আমিন
সচিব।